বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়,কৃষি ব্যাংক ভবন
৮৩-৮৫ মতিঝিল বানিজ্যিক এলাকা,ঢাকা-১০০০।

মুজিববর্ষের প্রতিশ্রুতি
আর্থিক খাতের অগ্রগতি

শাখা নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবসা উন্নয়ন বিভাগ

নং-প্রকা/শানিব্যউবি-১(৩৪)/২০১৯-২০২০/১২৮৮ তারিখঃ ১৫.০৪.২০২০ ইং

০১। সকল বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপক
০২। মহাব্যবস্থাপক, স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়, ঢাকা
০৩। উপ-মহাব্যবস্থাপক, কর্পোরেট শাখাসমূহ
০৪। সকল মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক
০৫। সকল শাখা ব্যবস্থাপক (মুখ্য আঞ্চলিক ও আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের মাধ্যমে), বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।

বিষয় ঃ করোনা ভাইরাস (COVID-19) সংক্রমণ রোধে সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটিকালীন ব্যাংক-এ কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে বিশেষ প্রণোদনা ভাতা প্রদান প্রসংগে।

প্রিয় মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগের ১২ এপ্রিল, ২০২০ তারিখের জারীকৃত বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-১৭ এর প্রতি সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

০২। উক্ত সার্কুলারের মাধ্যমে নভেল করোনা ভাইরাস COVID-19 এর প্রাদুর্ভাবের কারণে এর কমিউনিটি ট্রান্সমিশন রোধকল্পে ব্যাংকগুলোকে ১৬ দফা নির্দেশনা প্রদানপূর্বক সেগুলো যথাযথভাবে অনুসরনের পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তীতে উক্ত সার্কুলারের অনুবৃত্তিক্রমে ৮ ই এপ্রিল ২০২০ তারিখে জারিকৃত বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-১৩ এর মাধ্যমে ব্যাংকে আগত বিভিন্ন ভাতা গ্রহনকারীসহ গ্রাহক/দর্শনার্থী/সাক্ষাৎ প্রার্থী ও কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ ব্যাংকে আগমণ করার পর যাতে নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রাখেন সে বিষয়টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনে স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তা গ্রহন করার নির্দেশনাও প্রদান করা হয়েছে।

০৩। এতদ্সত্বেও, ব্যাংকিং দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কিছুসংখ্যক ব্যাংক কর্মকর্তা ও কর্মচারী ইতিমধ্যে করোনা ভাইরাস COVID-19 এ আক্রান্ত হয়েছেন। এ প্রেক্ষিতে সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটি কালীন ব্যাংকিং খাতকে সচল রাখতে যারা তাদের জীবন ও পরিবারকে ঝুঁকিতে রেখেও সক্রিয়ভাবে দায়িত্ব পালন করছেন তাদের দায়িত্ব পালনের স্বীকৃতি স্বরূপ বিশেষ প্রণোদনা প্রদানের সিদ্বান্ত গৃহিত হয়েছে। এ লক্ষ্যে, আর্থিক প্রণোদনা প্রদানের জন্য নিম্নরুপ নীতিমালা অনুসরনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হলো ঃ

(১) ব্যাংকে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ যারা সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটিকালীন ব্যাংকে স্বশরীরে গমণপূর্বক ব্যাংকিং কার্যক্রমে অংশগ্রহনের মাধ্যমে দায়িত্ব পালন করেছেন বা করছেন তারা বিশেষ প্রনোদনা ভাতা প্রাপ্য হবেন;

(২) সাধারণ ছুটিকালীন কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ কমপক্ষে ১০ (দশ) কার্যদিবস স্বশরীরে ব্যাংকে কর্মরত থাকলে তা পূর্ণ মাস হিসাবে গণ্য হবে। তবে ১০ (দশ) কার্যদিবসের কম স্বশরীরে ব্যাংকে কর্মরত থাকলে সে ক্ষেত্রে আনুপাতিক হারে উক্ত ভাতা প্রাপ্য হবেন;

(৩) ব্যাংকের স্থায়ী, অস্থায়ী ও চুক্তিভিত্তিক সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ এ সুবিধায় অন্তর্ভূক্ত হবেন;

(৪) কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ তাদের স্ব স্ব মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ মাসিক বিশেষ প্রনোদনা ভাতা হিসাবে প্রাপ্য হবেন। যে সব অস্থায়ী বা চুক্তিভিত্তিক কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মূলবেতন আলাদাভাবে নির্ধারিত নেই তারা মাসিক মোট বেতন-ভাতার ৬৫ শতাংশ মাসিক বিশেষ প্রণোদনা ভাতা হিসাবে প্রাপ্য হবেন। তবে, সব ক্ষেত্রেই এ বিশেষ প্রণোদনা ভাতার পরিমাণ মাসিক ন্যুনতম ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা এবং সর্বোচ্চ ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা হবে;

(৫) সাধারণ ছুটি শুরু হওয়ার তারিখ হতে মাস গণনা শুরু হবে। প্রতি ৩০ (ত্রিশ) দিন অতিকান্ত হওয়ার পর পুনরায় নতুন মাস গণনা শুরু হবে।

০৪। এ নির্দেশনা সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটির মেয়াদকাল পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

০৫। শাখা পর্যায়ে এই প্রণোদনা ভাতা প্রদান কালে শাখা ব্যবস্থাপকগণ উপরোক্ত নির্দেশনা যথাযথভাবে পরিপালন করে দৈনিক ভিত্তিতে হাজিরা শীটে সংশ্লিষ্টদের স্বাক্ষর গ্রহন ও প্রতিস্বাক্ষর করে ভাতা শীট তৈরী করবেন এবং উক্ত শীট মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকগণ সঠিকতা যাচাই করে অনুমোদন দিবেন। অনুরুপভাবে আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয়ের ক্ষেত্রে দৈনিক হাজিরা শীট প্রস্তুত/তৈরী করতঃ পরবর্তীতে বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা প্রতি স্বাক্ষর করবেন এবং কর্পোরেট শাখা, মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয়, বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয় এবং বিভাগীয় কার্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রণোদনা ভাতার তালিকা প্রস্তুতকরতঃ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপকগণ সঠিকতা যাচাই করে প্রতিস্বাক্ষর পূর্বক অনুমোদন দিবেন, পাশাপাশি প্রধান কার্যালয়ের কেন্দ্রিয় হিসাব বিভাগে এতদসংক্রান্ত বিবরনী প্রেরণ করবেন। এছাড়া প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটির দিনগুলিতে হাজিরা শীট প্রস্তুত/তৈরী করতঃ প্রণোদনা ভাতার তালিকা স্ব স্ব বিভাগীয় প্রধান কর্তৃক প্রস্তুতকরতঃ তাদের সংশ্লিষ্ট মহাব্যবস্থাপকগণ প্রতিস্বাক্ষর পূর্বক অনুমোদন দিবেন।

চলমান পাতা-০২

Tanmay

০৬। উল্লেখ্য, সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটিকালীন সময়ে যে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী এই প্রণোদনা ভাতা প্রাপ্য হবেন তারা পারিতোষিক ভাতা (৪০০/- টাকা ও ৩০০/- টাকা) প্রাপ্য হবেন না।

অনুমোদনক্রমে-

আপনার বিশ্বস্ত,

১৫/০৪/২০২০

(মুহাম্মদ তাইবুর রহমান)
সহকারী-মহাব্যবস্থাপক
ফোন : ৯৫৭৪০২৫

সংযুক্তিঃ ০১ পাতা।

নং-প্রকা/শানিব্যউবি-১(৩৪)/২০১৯-২০২০/১২৮৮(১২৫০) তারিখঃ ১৫.০৪.২০২০ ইং

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো :-

০১। চীফ ট্রাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০২। ট্রাফ অফিসার, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়গণের সচিবালয়, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৩। ট্রাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৪। সকল বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৫। সচিব/সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। আইসিটি সিস্টেম্স, কার্ড ও মোবাইল ব্যাংকিং বিভাগকে উপরোক্ত পত্রটি বিকেবির ওয়েব-সাইটে আপলোড করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।
০৬। সকল আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৭। নথি/মহানথি।

১৫.০৪.২০২০

(মোঃ শাহরিয়ার মাহমুদ চৌধুরী)
মুখ্য কর্মকর্তা

Tanmay

ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা।

বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-১৭

তারিখঃ ২৯ চৈত্র ১৪২৬ / ১২ এপ্রিল ২০২০

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক।

প্রিয় মহোদয়,

করোনা ভাইরাস (COVID-19) সংক্রমণ রোধে সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটিকালীন ব্যাংক-এ কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে বিশেষ প্রণোদনা ভাতা প্রদান প্রসংগে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে ২২ মার্চ ২০২০ তারিখে জারীকৃত বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৫ এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

০২। উক্ত সার্কুলারের মাধ্যমে নভেল করোনা ভাইরাস COVID-19 এর প্রাদুর্ভাবের কারণে এর কমিউনিটি ট্রান্সমিশন রোধকল্পে ব্যাংকগুলোকে ১৬ দফা নির্দেশনা প্রদানপূর্বক সেগুলো যথাযথভাবে অনুসরণের পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তীতে উক্ত সার্কুলারের অনুবৃত্তিক্রমে ০৮ এপ্রিল ২০২০ তারিখে জারীকৃত বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-১৩ এর মাধ্যমে ব্যাংকে আগত বিভিন্ন ভাতা গ্রহণকারীসহ গ্রাহক/দর্শনার্থী/সাক্ষাৎ প্রার্থী ও কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ ব্যাংকে আগমন করার পর যাতে নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রাখেন সে বিষয়টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনে স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তা গ্রহণ করার নির্দেশনাও প্রদান করা হয়েছে।

০৩। এতদসত্ত্বেও, ব্যাংকিং দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কিছুসংখ্যক ব্যাংক কর্মকর্তা ও কর্মচারী ইতোমধ্যে করোনা ভাইরাস COVID-19 এ আক্রান্ত হয়েছেন। এ প্রেক্ষিতে, সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটিকালীন ব্যাংকিং খাতকে সচল রাখতে যারা তাদের জীবন ও পরিবারকে ঝুঁকিতে রেখেও সক্রিয়ভাবে দায়িত্ব পালন করছেন তাদের দায়িত্ব পালনের স্বীকৃতি স্বরূপ বিশেষ প্রণোদনা প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এ লক্ষ্যে, আর্থিক প্রণোদনা প্রদানের জন্য নিম্নরূপ নীতিমালা অনুসরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হলো ঃ-

(১) ব্যাংকে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ যারা সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটিকালীন ব্যাংকে স্বশরীরে গমনপূর্বক ব্যাংকিং কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে দায়িত্ব পালন করেছেন বা করছেন তারা বিশেষ প্রণোদনা ভাতা প্রাপ্য হবেন;

(২) সাধারণ ছুটিকালীন কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ কমপক্ষে ১০(দশ) কার্যদিবস স্বশরীরে ব্যাংকে কর্মরত থাকলে তা পূর্ণমাস হিসেবে গণ্য হবে। তবে ১০(দশ) কার্যদিবসের কম স্বশরীরে ব্যাংকে কর্মরত থাকলে সে ক্ষেত্রে আনুপাতিক হারে উক্ত ভাতা প্রাপ্য হবেন;

(৩) ব্যাংকের স্থায়ী, অস্থায়ী ও চুক্তিভিত্তিক সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ এই সুবিধায় অন্তর্ভুক্ত হবেন;

(৪) কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ তাদের স্ব স্ব মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ মাসিক বিশেষ প্রণোদনা ভাতা হিসেবে প্রাপ্য হবেন। যেসব অস্থায়ী বা চুক্তি ভিত্তিক কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মূল বেতন আলাদাভাবে নির্ধারিত নেই তারা মাসিক মোট বেতন-ভাতার ৬৫ শতাংশ মাসিক বিশেষ প্রণোদনা ভাতা হিসেবে প্রাপ্য হবেন। তবে, সবক্ষেত্রেই এ বিশেষ প্রণোদনা ভাতার পরিমাণ মাসিক ন্যূনতম ৩০,০০০/-(ত্রিশ হাজার) টাকা এবং সর্বোচ্চ ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা হবে;

(৫) সাধারণ ছুটি শুরু হওয়ার তারিখ হতে মাস গণনা শুরু হবে। প্রতি ৩০ (ত্রিশ) দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর পুণরায় নতুন মাস গণনা শুরু হবে।

০৪। এ নির্দেশনা সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটির মেয়াদকাল পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

০৫। ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ৪৫ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ নির্দেশনা জারি করা হলো।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(মোঃ মকবুল হোসেন)
মহাব্যবস্থাপক (চলতি দায়িত্বে)
ফোনঃ ৯৫৩০২৬৮